যুগান্তর

তারিখ : 17 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিদ্যালয় মেরামতে অনিয়ম

আবায়ক হোসেন আজাদ, *রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) থেকে*

লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার ৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন মেরামত, শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সজ্জিত করার নামে অর্থ লুটপাট এবং নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বিদ্যালয়গুলো হল— উপজেলার দক্ষিণ চরকাছিয়া কদম আলী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরকাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব চরবংশী রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়, কেরোয়া ছবিলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রোকেয়া মেমোরিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্বলাচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর-পশ্চিম কেরোয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর রায়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দক্ষিণ চরবংশী হোসেন আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ক্ষুদ্র মেরামত ও সংস্কার প্রকল্পের আওতায় ৯টি বিদ্যালয়ের জন্য ৩০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া একই খাতে ১১৪টি বিদ্যালয়ের জন্য ৩০ হাজার টাকা করেও বরাদ্দ করা হয়। যা দিয়ে পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষক সংস্কার কাজগুলো করবেন। এ কাজগুলোর জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার লিখিত প্রতিবেদন পাওয়ার পর শিক্ষা কর্মকর্তা চেক সই করে তা ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে হস্তান্তর করবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে বা কোন অনিয়ম হলে সংস্কার কাজের বিল না দেয়ার নির্দেশনা রয়েছে। ভবন মেরামতের অর্থ লুটপাটের অভিযোগকারী সেন্ট্রাল কেরোয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য লিটন মোল্লা বলেন, সাবেক সভাপতি ও আ'লীগ নেতা বেলায়েত উল্যা মাস্টার এবং প্রধান শিক্ষক মমতা চাটার্জি বিদ্যালয় মেরামতের নামে কিছু টাকা ব্যয় করে বাকি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এ কাজের হিসাব চাইতে গেলে তারা তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দেয়া হয়েছে। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক বলেছেন, পুরো ৩০ হাজার টাকাই বিদ্যালয় ভবন মেরামত, শিক্ষা উপকরণ ও সজ্জিত কাজে ব্যয় করা হয়েছে। কোন টাকাই আত্মসাৎ করা হয়নি।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলেন, এ বছরের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ৩০ হাজার টাকা করে ৯টি বিদ্যালয় ভবন মেরামত এবং ১১৪টি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজ করার জন্য ৩০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কয়েকটি বিদ্যালয়ে কাজ হয় এবং চেকও দেয়া হয়েছে। এ টাকার মধ্যে ১ হাজার ৬৫০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা রেখে বাকি টাকা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষককে দেয়া হয়েছে। তবে ৯টি বিদ্যালয়ে অনিয়মের বিষয়ে অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। উপজেলা প্রকৌশলী আক্তার হোসেন ভূঁইয়া বলেন, বিদ্যালয় ভবন মেরামতে অর্থ লুটপাটের বিষয়টি আমি অবহিত নই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দুলাল চন্দ্র সূত্রধর বলেন, এ ব্যাপারে আমি অবহিত নই। খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।